জুন ২০২২

গবেষণা প্রতিবেদন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

গবেষণার শিরোনাম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

গবেষণা প্রতিবেদন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জুন, ২০২২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

প্রধান উপদেষ্টা

মো: শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)

মহাপরিচালক, নেপ

উপদেষ্টা

ফরিদ আহমদ (উপসচিব), পরিচালক, নেপ

আরিফা সিদ্দিকা, উপপরিচালক (প্রশাসন), নেপ

গবেষকবৃন্দ

দলনেতা	রঞ্জালাল রায়
সদস্যবৃন্দ	মোঃ জহুরুল হক
	ড. মোঃ রবিউল ইসলাম
	মোঃ মাজহারুল হক
	মোঃ মাজহারুল ইসলাম খান
	মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক
	মোঃ সাইফুল ইসলাম
	নিশাদ জাহান জৌতি
	মোঃ মাহমুদুল হাসান
	মাহবুবুর রহমান

সূচিপত্র

Contents

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ৭

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৮

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ৮

১.৪ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ৯

COVID-১৯ (**কোভিড-১৯**): ৯

Accelerated Remedial Lesson Plan (ARLP): ৯

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহিত্য পর্যালোচনা ১০

প্রাথমিক শিক্ষায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব ১০

২.২ শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ১১

২.৩. প্রাথমিক শিক্ষায় কোভিড-১৯ এর ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ১২

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি ১৩

৩.১গবেষণার এপ্রোচ ১৩

৩.২ গবেষণায় ক্ষেত্র ও নমুনা নির্বাচন ১৩

৩.৩ তথ্য সংগ্রহের টুলস ১৫

৩.৪ টুলস পাইলটিং ১৬

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের কৌশল ১৬

৩.৬ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্বতি ১৬

৩.৭ গবেষণার নৈতিকতা ১৬

চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ১৭

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ১৭

৪.১ শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ১৭

পর্যবেক্ষণ ছক ২৩

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ২৩

৪.২ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি ২৩

শ্রেণি পাঠ পর্যবেক্ষণ ২৫

সাক্ষাৎকারপত্র (শিক্ষার্থীদের জন্য) ২৮

৪.৩: শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ২৮

পঞ্চম অধ্যায়: প্রাপ্ত ফলাফল ৩২

৫.১ শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ৩২

৪.২ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ৩৩

৪.৩ শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ৩৪
গ্রন্থপুঞ্জ ৩৫
পরিশিষ্ট ৩৬

পরিশিষ্ট-১ ..... ৩৬

পরিশিষ্ট-২ ..... ৩৮

পরিশিষ্ট-৩ ..... ৪১

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

নিকট অতিতের মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা কোভিড-১৯ মহামারী। চলমান বৈশ্বিক কর্ম চাঞ্চল্য হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় বিশ্বের সকল ধারার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবীদ, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী সবাইকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। আবাহমান কাল থেকে চলে আসা পদ্ধতি যে এত অল্প সময়ে কখনো মুখ থুবরে পড়তে পারে তার কোন ধারণাও হয়ত করতে পারেনি কেউ। সরাসরি পাঠদানের যে প্রক্রিয়া তা এই কোভিড-১৯ মহামারির কারনে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি এই ক্ষতির শিকার হয়েছে। কোভিড অতিমারির কারণে দেড় বছরেরও বেশী সময় প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ইতোমধ্যে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো (২০২১) তথ্য প্রকাশ করে যে, ২০২০ সালের প্রথম দিকে কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর পড়ালেখা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে পড়ালেখা ছাড়াও বিভিন্নভাবে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার উল্লেখযোগ্য হলো মানসিক আঘাতের ফলে সৃষ্ট স্নায়ুরোগ, স্কুলের খাবার ও নিয়মিত টিকা না পাওয়া, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং শিশুশ্রম ও বাল্য বিয়ে বৃদ্ধি (ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো, ২০২১)। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন সমন্বিত কার্যকর প্রতিকারমূলক কার্যক্রম।

যদিও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে শিক্ষাদানের পদক্ষেপ নিয়েছিল। তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছেই এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশে মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময় প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর মধ্যে এক জনের কাছে অনলাইন শিক্ষা পৌঁছানো গেছে (ইউনিসেফ, ২০২১)। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত সম্পদ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তার অভাব, প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব, গৃহস্থালীর কাজ করার চাপ বৃদ্ধি এবং বাড়ির বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি।

করোনার প্রকোপ কিছুটা কমে গেলে ইউনিসেফসহ অনেক সংস্থা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিতে এবং শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তার জন্য বিস্তৃত পরিসরে পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ কমে আসা সাপেক্ষে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে পূনরায় শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হয়। তবে দীর্ঘ দিন সরাসরি পাঠদান না হওয়া এবং শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ার আশংকার প্রেক্ষিতে কোন কোন বিষয়বস্তু কীভাবে শ্রেণিপাঠে উপস্থাপন করা হবে তা নিয়ে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি নেপের সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) “শিখন ঘাটতিপূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১ বা ARLP-২০২১” প্রণয়ন করে। উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহকে গুরুত্ব ও প্রাপ্ত সময়ের বিবেচনায় তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: must learn, should learn, nice to learn সীমিত সময়ের জন্য কেবল must learn তথা যে সকল যোগ্যতা অর্জন না করলে পরবর্তী শ্রেণির শিখন যোগ্যতার সঙ্গে সমন্বয় করা শিক্ষার্থীদের জন্য অসম্ভব বা কঠিন হবে সেসব যোগ্যতাসমূহ বিবেচনা করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অনলাইনে শিক্ষকদের

কাছে পরিচিত করানো হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এই পরিকল্পনা পৌঁছানো হয় এবং বিদ্যালয়সমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

শিক্ষার্থীদের শিখনঘাটতি পূরণে প্রণিত এই ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে, বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আর কী কী করণীয় আছে এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) দেশব্যাপী গবেষণা কাযর্ক্রম পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো:

ক) নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রা নিরূপণ করা

খ) নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ শনাক্ত করা।

গ) শিক্ষণ ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি সবসময় প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান সমস্যা উদ্ঘাটন ও সমস্যা সমাধানে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা মহামারী কারণে চলমান প্রাথমিক শিক্ষার স্বাভাবিক কাযর্ক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব বছরের বিভিন্ন সময়ে কম বেশি হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করোনার প্রকোপ ব্যাপকভাবে কমে আসে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন ঘাটতিপূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। উক্ত পরিকল্পনার তৈরির সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শ্রেণি শিক্ষকগণ জড়িত ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিকল্পনাটি বিদ্যালয়য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার বিভিন্ন ব্যাবস্থা গ্রহণ করে। যেহেতু পরিকল্পনাটি স্বল্প সময়ের মধ্যে করা হয়েছে এবং দেশব্যাপী বাস্তবায়নের পূর্বে কোন পাইলটিং করা হয়নি। তাই বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়ে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। উক্ত সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তার প্রেক্ষিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) তার বাষির্ক কর্মপরিকল্পনার আওতায় যে নিয়মিত ২/৩টি গবেষণা পরিচালনা করে থাকে, তার অন্যতম একটি গবেষণা হিসেবে “সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই” শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করে।

১.৪ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

COVID-19 (কোভিড-১৯):

COVID-19 - CO-এর অর্থ করোনা (Corona), V-এর অর্থ ভাইরাস (Virus) আর D-এর অর্থ ডিজিজ (disease), ২০১৯-এ novel coronavirus-ই হল COVID-19। মারাত্মক সংক্রামক এই রোগ। ভাইরাস পরিবারের নতুন সদস্য এই করোনাভাইরাস (prakriti basu, ২০২০)। করোনাভাইরাস ১৯ রোগ বা কোভিড-১৯ মানুষের জন্য একটি সংক্রামক ব্যাধি, যা গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রীয় রোগ লক্ষণসমষ্টি সৃষ্টিকারী করোনাভাইরাস ২ (সার্স-কোভি-২) নামক এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে। করোনা ভাইরাস বলতে মূলত একটি ভাইরাস পরিবারকে বোঝায় যেখানে অসংখ্য ভাইরাস একসাথে থাকে। এই পরিবারের সর্বশেষ আবিষ্কৃত ভাইরসটির নাম 'নভেল করোনাভাইরাস'। এই ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগকে বলা হয় 'কোভিড-১৯'। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাসের একটি প্রজাতির সংক্রামণ দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে '২০১৯-এনসিওভি'(Novel Coronavirus) নামকরণ করে।

Accelerated Remedial Lesson Plan (ARLP):

কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দেড় বছররের বেশি সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড "শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১" প্রণয়ন করেছে। এই শিখন পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ ও ওয়ার্কশীট বিতরণ করে নিয়মিত পাঠদান চলমান রাখা হয়, যা কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম চলমান রাখতে নতুন মাত্রা যোগ করে। ARLP মূলত করোনায় শিশুদের যে শিখন ঘাটতি হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে তা পূরণ করার প্রচেষ্টা। যেখানে শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে আসছে। যার ভিত্তিতে রচিত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের সকল অংশই শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণিতে একই বিষয়ের আংশিক পুরাবৃত্তি রয়েছে। এজন্য সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রমের সকল দিক অধ্যায়ন করার জন্য বেশ কিছু বিষয়বস্তুকে চলমান Accelerated Remedial Lesson Plan থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মূলতঃ শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১। **Must Learn:** যে সকল বিষয়বস্তু অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। তা ARLP এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২। **Should Learn**: পরিকল্পিত ARLP তে কিছুটা সময় পেলে যে বিষয়কে পড়ালেখা করানো দরকার মনে করা হয়।

৩। **Nice to Learn:** পরিকল্পিত ARLP তে এর একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যে বিষয় গুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে পুরাবৃত্তি রয়েছে । যদি কখনও বিদ্যালয় কাযর্ক্রমের জন্য সময় বেশি পাওয়া যায়, তা হলে এই অংশটুকু শ্রেণিতে পড়ানো যেতে পারে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা বৃদ্ধির জন্য আরও অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি করা যেত। কিন্তু অর্থ ও সময়ের অভাবে অভাবে গবেষণার কলোবর আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এ গবেষণার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সংগ্রহ করা। করোনার প্রকোপ কম ছিল তবে তখনও করোনার ভয়-ভীতি সকলের মধ্যেয কাজ করতে ছিল। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেয়ে তথ্য সংগ্রহ অনেক কঠিন ছিল। ফলে সীমিত সংখ্যক এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাথমিক শিক্ষায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব

করোনা মহামারি মানব জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এনেছে। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন। সরাসরি শিক্ষাদানের বাইরে বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে পাঠদানের বিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। একই সাথে নানা জটিলতা ও নতুন করে ভাবারও সুযোগ তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ শ্বাসযন্ত্রের একটি সংক্রামক রোগ যা সার্স-কোভ-২ নামে একটি নতুন আবিষ্কৃত করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। করোনা থেকে 'কো', ভাইরাস থেকে 'ভি', এবং 'ডিজিজ' বা 'রোগ' থেকে 'ডি' নিয়ে এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ কোভিড করা হয় (ইউনিসেফ , ২০২১)। চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে করোনাভাইরাসের একটি প্রজাতির সংক্রমণ দেখা দেয় যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে '২০১৯-এনসিওভি'(Novel Coronavirus) নামকরণ করে (Basu, 2020) ।

করোনা ভাইরাস শনাক্তের প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় (Li, Sharma, & Matin , 2021)। বিভিন্ন সময়ে অবস্থার পরিবর্তনে খোলা হলেও আবারো বন্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সবমিলে প্রায় ১৮ মাস বন্ধ থাকে সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রম। বাংলাদেশের প্রায় ৩৭ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন ব্যহত হয় এই মহামারির কারনে দীর্ঘ সময় বিদ্যালয় কার্যক্ক্রম বন্ধ থাকার কারনে (UNICEF, 2022)।

করোনা মহামারিতে প্রায় ১৮ মাস (Li, Sharma, & Matin , 2021) বিদ্যালয়ে সরাসরি শিখন শেখানো কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার বেড়েছে। শ্রেণিভেদে এই সংখ্যা ভিন্ন রকম। উপরের দিকের শ্রেণিতে ঝরে পড়ার হার বেশি। মেয়েদের মধ্যে ১৩% শিক্ষার্থী এবং ছেলেদের মধ্যে ১৪% শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কবলে পড়ে। মহামারীর কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার আশংকা বেড়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়ে শিশুদের মধ্যে এই হার বেশি। বিষয়টি গত কয়েক দশকের যে শিক্ষার্থী ভর্তিতে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তার অবনমনের একটা বড় ইঙ্গিত দিচ্ছে (UNICEF, 2021)। ২০২১ সালে যখন বিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য খুলে দেয়া হয় তখন ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীদের অভিভাবক তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চিন্তা বাদ দিয়েছেন (Li, Sharma, & Matin , 2021)। যদিও করোনা মহামারির কারনে বিদ্যালয় কার্যক্রম বন্ধ থাকার সময়ে বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। যার মধ্যে অন্যতম ছিল টেলিভিশন ও রেডিওতে শ্রেণি পাঠ উপস্থাপনা। তবে এই ডিজিটাল ডিভাইস নির্ভর দূর শিক্ষণ কার্যক্রম ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত; শহর ও গ্রামে টেলিভিশন এবং অন্যান্য অনলাইন প্লাটফর্মে প্রবেশ যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। ৭৬ ভাগ ক্ষেত্রে শহরের বাড়িতে টিভি থাকলেও গ্রামে ৩২ ভাগ বাড়িতে নিজস্ব টিভি আছে (Li, Sharma, & Matin , 2021)। কোভিড-১৯ এ বিদ্যালয়য় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে শিখন ঘাটতি হয়েছে তা পূরণ করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। স্কুল পূনরায় খোলার পর যারা বিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে তাদের শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বড় ধরণের প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এই মাহমারির সময়ে এশিয়ার ১২৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী স্কুলের বাইরে ছিল যা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শুক বহির্ভূত শিক্ষার্থীর সমান (UNICEF, 2021)। এডিবি তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে তাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় মনে হয়েছে সন্তানের ধীরে ধীরে শিখনে পিছিয়ে যাওয়া। ৩৮ ভাগ অভিভাবক তাদের সন্তানের শিখনে পিছিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সংখ্যা নিম্ন আয়ের অভিভাবকদের মধ্যে ছিল ৪১ ভাগ। কারণ তাদের তাদের শিশুরা দূর শিক্ষণ এবং ই-লার্নিং প্লাটফর্মে প্রবেশ করতে পারেনি (Li,

Sharma, & Matin , 2021)। শিখনের এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষণা থেকে। এডিবি তার ADB BRIEFS NO. 200 এ শিক্ষার্থীদের উচ্চ ঝরেপড়ার হারের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে সামষ্টিক পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তাদের মতে বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ে শিখনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার যে ব্যবস্থা বর্তমান তা পর্যাপ্ত নয়; ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনায় আবশ্যকীয় শিখন যোগ্যতাগুলোকে গুরুত্ব দেয়ার এবং শিক্ষক ও কমিউনিটি সম্পৃক্তকরন জোরদার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে (Li, Sharma, & Matin , 2021)।

২.২ শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা

করোনা সংক্রমণ কমে এলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন শিথিল করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে ১/২ দিন বিদ্যালয়ে সরাসরি শ্রেণি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় (সালাম এবং এলাহী, ২০২২)। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) "শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১" প্রণয়ন করেছে (সালাম এবং এলাহী, ২০২২)।

এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত এই পরিকল্পনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, শিক্ষার্থী বর্তমানে যে শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণ করছে তার সাথে পূর্বের শ্রেণির পাঠের সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল (এনসিটিবি, ২০২১)। এই পরিকল্পনাটি ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর সময়কালের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল (এনসিটিবি, ২০২১)। যেখানে staggering পদ্ধতিতে (সালাম এবং এলাহী, ২০২২) বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্তের কারনে ৫ম শ্রেণির জন্য ৭২ কর্মদিবস এবং অন্যান্য শ্রেণির জন্য ১৩ কর্মদিবস করে সময় পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়ে শিক্ষার্থীর বর্তমান শ্রেণির পূর্বের এবং পূর্বের শ্রেণির শিখনঘাটতি পূরণ করা প্রায় অসম্ভব, তাই এই পরিকল্পনায় প্রতিটি বিষয়ের শুধু অবশ্যই শিখনীয় পাঠ/যোগ্যতাকে বিবেচনা করা হয় (এনসিটিবি, ২০২১)। এই পরিকল্পনাতে সকল বিষয়ের পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকলেও মূলতা শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা তথা ভাষাগত দক্ষতা এবং গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয় (এনসিটিবি, ২০২১)

নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো: শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের মাধ্যমে গ্রেডভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা, উচ্চতর মাত্রার দক্ষতা ও বিষয়বস্তুগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া, শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানোর সৃজনশীল পদ্ধতি গ্রহণ, পূর্ববর্তী শ্রেণির জ্ঞান ও দক্ষতাজনিত ঘাটতি থাকা সত্বেও বর্তমান শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তু থেকে পাঠ আরম্ভ করা, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং যোগ্যতাসমূহ শনাক্ত করে শিখন শেখানো কার্যাবলিতে সেগুলো সুসমন্বয় করা এবং সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা (Short and Hirsh (2020) । উপরের বিষয়গুলোর বিবেচনায় এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত "শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১" টি একটি আদর্শ নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ছিল।

২.৩. প্রাথমিক শিক্ষায় কোভিড-১৯ এর ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

ত্বরান্বিত শিক্ষণ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৫টি উপায়ের মধ্যে এক ও পাঁচ নম্বর উপায় ছিল (১) ত্বরান্বিতকরণ কৌশল নির্ধারণ: বিদ্যালয়ের সকল অংশীজনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে বিদ্যালয়ের ত্বরান্বিত শিক্ষণ পরিকল্পনা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং যোগাযোগ রক্ষা করা। (৫) সকল অংশীজনকে তরান্বিত শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ: তরান্বিত শিক্ষণ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিতামাতা এবং অন্যান্য সহায়তাকরীদের কাছ থেকে কী ধরণের সহায়তা শিক্ষার্থীগণ পেতে পারেন, তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত করা। (Short and Hirsh (2020)। এনসিটিবি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে নির্দেশনা প্রদান করে । তারই ধারাবাহিকতায় অভিভাবকদেরকে শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তার অংশীদার করার জন্য আবশ্যকীয় শিখন দক্ষতার অনেক বিষয় বাড়ির কাজের মাধ্যমে প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয় (এনসিটিবি, ২০২১)। Short and Hirsh এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় হলো (২) কার্যকর ত্বরান্বিত শিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য উপযোগি সংস্থাপন: প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের কোর্সসামগ্রী সরবরাহ, মূল্যায়ন এবং অপরিহার্য দক্ষতাসমূহ অর্জনের নির্দেশনা প্রদান। (৩) শিশুর সামগ্রিক বিকাশে মনোনিবেশ: শিখনের বিষয়বস্তু শিশুর সংস্কৃতি এবং পরিচিত পরিসর থেকে নির্বাচন করা। সকল শিশুকে স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে একাডেমিক এবং মনোঃসামাজিক সহায়তা প্রদান করা (Short and Hirsh (2020)। “শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১” বাস্তবায়নে এনসিটিবি এই পরিকল্পনার সাথে একটি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করে। যেখানে শিক্ষার্থীদের স্নায়ুরোগ বা ট্রমা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে মনো-সামাজিক সহায়তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া শিক্ষকদেরকে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠের সাথে বর্তমান পাঠের সংযোগ স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল (এনসিটিবি, ২০২১)। (Short and Hirsh (2020) এর চতুর্থ উপায় হল (৪) শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান: শিক্ষাক্রম ভিত্তিক পেশাগত শিখন পর্যালোচনার ভিত্তিতে শিক্ষকগণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণের পরিকল্পনা করা এবং এজন্য উচ্চমাত্রার শিখনসামগ্রী সরবরাহ করা। সেই সাথে শিক্ষকগণকে এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা গ্রহন, অনুরূপ পাঠ পর্যবেক্ষণ, এবং অনুশীলনের সুযোগ প্রদান। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এনসিটিবি ও নেপ যৌথভাবে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এই পরিকল্পনার সাথে একটি স্বব্যাখ্যায়িত শিক্ষক নির্দেশিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয় (এনসিটিবি, ২০২১)। এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের পূর্বের শিখন ঘাটতি পূরণ করা। তাই এই পরিকল্পনায় খুব জোরালোভাবে সামষ্টিক মূল্যায়ন এড়িয়ে যাওয়া এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় (এনসিটিবি, ২০২১)।

করোনা মহামারী আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দপতন ঘটায় এবং বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে অনাকাংখিত - পরিবর্তন নিয়ে আসে । সামাজিক দূরত্বের কারণে মুখোমুখি পাঠদানের সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষাপ্রযুক্তির অভাব, পরিবার ও কেয়ার গিভার্সের মানসিক চাপের কারণে বহু শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত যোগ্যতার থেকে কম যোগ্যতা অর্জন করে (Bryant et al, ২০২০)।

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি অধ্যায়ে গবেষণার এপ্রোচ ,গবেষণায় ক্ষেত্র ও নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের টুলস, টুলস পাইলটিং, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং গবেষণা কার্যক্রমে অনুসৃত নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১ গবেষণার এপ্রোচ

এ গবেষণাটিতে পরিমাণগত (Quantative approach) এপ্রোচ অনুসৃত হয়েছে।

৩.২ গবেষণায় ক্ষেত্র ও নমুনা নির্বাচন

এ গবেষণার মূল ক্ষেত্র হলো বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণার অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভাগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাপে জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মাল্টিস্টেজ ক্লাস্টার নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মূলতঃ প্রতি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা নির্বাচন করে মোট ১৬টি জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে (চিত্র-৩.১)। প্রতি জেলা থেকে ২টি করে মোট ৩২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে (সারণি-৩.১)।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা যেমন সমতল, পাহাড়, হাওড়, চর, উপকূল বিবেচনা করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় বাছাইয়ে ঐ সকল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিদ্যালয় ক্লাস্টারের অন্তর্ভূক্ত করে দৈবচয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয় বাছাই করা হয়েছে। সর্বমোট ৩২টি উপজেলার মধ্যে ২২টি সমতল, ৩টি পাহাড়ী, ৩টি হাওড়, ২টি চর এবং ২টি উপকূলীয় উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি উপজেলা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ২টি করে বিদ্যালয় নির্বাচন করে মোট ৬৪টি বিদ্যালয় নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩২টি উপজেলার মধ্যে ১৬টি উপজেলা থেকে শহরের বিদ্যালয় এবং অবশিষ্ট ১৬টি উপজেলা থেকে গ্রামের বিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (সারণি-৩.২)।

প্রতি বিদ্যালয় থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী রীতিবদ্ধ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। এভাবে এ গবেষণায় মোট ৩৮৪জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয়ের চলমান রুটিনে যে সকল শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল এমন ২ জন শিক্ষকের (প্রধান শিক্ষক/সহকারি শিক্ষক) নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (মোট শিক্ষক ১২৮জন) এবং প্রতি বিদ্যালয়ের ১টি করে শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার আওতায় মোট ৬৪টি ক্লাস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (সারণি-৩.১)। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি কতটুকু পালিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সারণি-৩.১ : বিভিন্ন স্তরে নমুনায়নকৃত প্রতিনিধির সংখ্যা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	শ্রেণিকক্ষ
৮	৮×২=১৬	১৬×২=৩২	৩২×২=৬৪	৬৪×১২=৩৮৪	৬৪×২=১২৮	৬৪×১=৬৪

সারণি-৩.২: জেলা, উপজেলা এবং বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ভৌগোলিক অবস্থা	উপজেলার ধরন
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		কাশিয়ানী	সমতল	গ্রাম
	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		মিঠামইন	হাওর	গ্রাম
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		হাতিয়া	উপকূল	গ্রাম
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	পাহাড়	শহর (পৌরসভা)
		রোয়াংছড়ি	পাহাড়	গ্রাম
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		বড়াইগ্রাম	সমতল	গ্রাম
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		কাজীপুর	চর	গ্রাম
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর	সমতল	শহর (সিটি কর্পোরেশন)
		দাকোপ	উপকূল	গ্রাম
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		দামুরহুদা	সমতল	গ্রাম
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	সমতল	শহর (সিটি কর্পোরেশন)
		মেহেন্দীগঞ্জ	চর	গ্রাম
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		নাজিরপুর	সমতল	গ্রাম
রংপুর	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		চিলমারী	চর	গ্রাম
	নীলফামারী	ডোমার	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		সৈয়দপুর	সমতল	গ্রাম
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	সমতল	শহর (সিটি কর্পোরেশন)
		গোলাপগঞ্জ	সমতল	গ্রাম
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		জামালগঞ্জ	হাওড়	গ্রাম
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	সমতল	শহর (পৌরসভা)
		ভালুকা	সমতল	গ্রাম
	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	পাহাড়	শহর (পৌরসভা)
		মোহনগঞ্জ	হাওড়	গ্রাম

চিত্র-৩.১: বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান

৩.৩ তথ্য সংগ্রহের টুলস

এ গবেষণা কাযর্ক্রমে মাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩টি টুলস ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে টুলসসমূহের বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রশ্নমালা:** কাঠামোবদ্ধ ও অর্ধ- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক/সহকারি শিক্ষকগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. **সাক্ষৎকারপত্র:** কাঠামোবদ্ধ ও অর্ধ- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. **পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট:** বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রেণিকার্যক্রম কাঠামোবদ্ধ পর্যবেক্ষণপত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণপত্রে মাত্রার জন্য রেটিং স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.৪ টুলস পাইলটিং

এ গবেষণার টুলসসমূহ ময়মনসিংহ শহরের ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলটিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে পাইলটিং এর ফলাফলের আলোকে টুলসসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে।

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের কৌশল

সকল গবেষকের জন্য প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের শুরুতে গবেষকগণ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিদের্শনা অনুযায়ী নির্বাচন করেন। উক্ত নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাওয়া হয় এবং গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। চলমান রুটিনে নির্ধারিত শ্রেণি হতে একটি শ্রেণির পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাঠটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পিছনে বসে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণ শেষ হলে উক্ত শ্রেণির ৬ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাহিরে সাক্ষাৎকারপত্র ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথমে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ২জন শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ গ্রহণ করা হয়। প্রতি বিদ্যালয় থেকে চলমান রুটিনে পাঠ পরিচালনাকারী দুজন শিক্ষকের **(**প্রধান শিক্ষক**/**সহকারী শিক্ষক**)** প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩.৬ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্বতি

এ গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণ এ Descriptive Statistics ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসপিএসএস (SPSS) ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শতকরা ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.৭ গবেষণার নৈতিকতা

এ গবেষণায় অনুসৃত নৈতিকতায় সকল দিক মেনে চলা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের প্রথমে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে অবহিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় প্রধান শিক্ষকের সাথে গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিক্ষকদেরকে এবং শিক্ষার্থীদের জানানো হয় যে, এ গবেষণার তথ্যপ্রদানকারীগণের নাম প্রকাশ করা হবে না। তাছাড়া গবেষণায় সে সকল উদৃতি বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ে শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণের তথ্য এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রা নিরূপণ করা, নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ শনাক্ত করা এবং শিক্ষণ ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় চিহ্নিত করার বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা

দেশের ৮টি বিভাগ থেকে মোট ১২২ জন শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ৭৪ জন সহকারী শিক্ষক এবং বাকী ৪৮ জন প্রধান শিক্ষক।

তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা
সহকারী শিক্ষক	৭৪	৬০.৬৬
প্রধান শিক্ষক	৪৮	৩৯.৩৪
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি-৪: শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

তথ্য প্রদানকারীর শিক্ষকের অভিজ্ঞতা (বছর)	সংখ্যা	শতকরা
০-৯	২৪	১৯.৭
১০-১৯	৪৭	৩৮.৫
২০-২৯	৩২	২৬.২
৩০-৩৯	১৯	১৫.৬
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি ৪. তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৮.৫ ভাগ, ২৬.২ ভাগ, ১৯.৯৭ ভাগ ও ১৫.৬ শিক্ষকের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যথাক্রমে ১০-১৯ বছর, ২০-২৯ বছর, ০-৯ বছর এবং ৩০-৩৯ বছর।

সারণি-৪.১: শিখন ঘাটতি পূরণ বিষয়ক শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP) প্রাপ্যতা

শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP) প্রাপ্যতা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১২১	৯৯.২
না	১	০.৮
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি ৪.১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, “শিখন ঘাটতি পূরণ বিষয়ক শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP)” পেয়েছেন কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯৯.২ ভাগ শিক্ষক শিখন ঘাটতি পূরণ বিষয়ক শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP)” যথাসময়ে পেয়েছেন এবং শতকরা ০.৮ ভাগ শিক্ষক ARLP পাননি বলে জানান।

সারণি ৪.২: ARLP প্রাপ্তির মাধ্যম

ARLP প্রাপ্তির মাধ্যম	সংখ্যা	শতকরা
এইউইও/এটিইও	৫৮	৪৭.৫০
প্রধান শিক্ষক	৪৬	৩৭.৭০
ওয়েবসাইট	১৩	১০.৭০
অন্যান্যদের নিকট হতে	৫	৪.১০
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি ৪.২ এ তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ৪৭.৫০ ভাগ শিক্ষক এইউইও/এটিইও, ৩৭.৭০ ভাগ শিক্ষক প্রধান শিক্ষক, ১০.৭০ ভাগ শিক্ষক ওয়েবসাইট এবং ৪.১০ ভাগ শিক্ষক অন্যান্য মাধ্যম থেকে ARLP পেয়েছেন।

সারণি ৪.৩: শিক্ষকগণ ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্যতা

ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১১৬	৯৫.১০
না	৬	৪.৯০
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি ৪.৩ এ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৯৫.১০ ভাগ শিক্ষক ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন এবং মাত্র ৪.৯০ ভাগ শিক্ষক পান নাই।

সারণি ৪.৪: শিক্ষকগণ ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্তির মাধ্যম

শিক্ষকগণ ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্তির মাধ্যম	সংখ্যা	শতকরা
এইউইও/এটিইও	৭৬	৬৫.৫২
ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর	৪০	৩৪.৪৮
মোট	১১৬	১০০.০০

সারণি ৪.৪ এ তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ৬৫.৫২ ভাগ শিক্ষক এইউইও/এটিইও এবং ৩৪.৪৮ ভাগ শিক্ষক ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর এর মাধ্যমে থেকে ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন।

সারণি ৪.৫: ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যম

এইউইও/এটিইও এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যম	সংখ্যা	শতকরা
মুখোমুখি	১৪	১২.০৭
অনলাইন	১০২	৮৭.৯৩
মোট	১১৬	১০০.০০

সারণি ৪.৫ এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এইউইও/এটিইও এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণ ARLP সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেছেন শতকরা ৮৭.৯৩ ভাগ শিক্ষককে অনলাইনে এবং শতকরা ১২.০৭ ভাগ শিক্ষক মুখোমুখি।

সারণি ৪.৬: ARLP বুঝতে সমস্যা এবং সমস্যার ধরণ

ওরিয়েন্টেশন সময় ARLP বুঝতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না	সংখ্যা	শতকরা	ARLP বুঝার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা হয়েছে?
হ্যাঁ	১৫	১২.৯৩	১। ARLP প্রথমে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে সমস্যা হচ্ছিল ২। সকলে অনলাইনে যুক্ত হতে পারছিল না ৩। পূর্বে এই বিষয়ে কোনো ওরিয়েন্টেশন বা ধারণা ছিল না
না	১০১	৮৭.০৭	
মোট	১১৬	১০০.০০	

সারণি ৪.৬ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ওরিয়েন্টেশন সময় ৮৭.০৭ ভাগ শিক্ষকের ARLP বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই। অন্যদিকে ১২.৯৩ ভাগ শিক্ষকের সমস্যা হয়েছে। তাদের সমস্যাগুলো হলো: ১। ARLP প্রথমে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে সমস্যা হচ্ছিল, ২। সকলে অনলাইনে যুক্ত হতে পারছিল না এবং ৩। পূর্বে এই বিষয়ে কোনো ওরিয়েন্টেশন বা ধারণা ছিল না।

সারণি ৪.৭: ARLP সম্পর্কে শিক্ষকগণের ধারণা

ARLP সম্পর্কে শিক্ষকগণের ধারণা কেমন?	সংখ্যা	শতকরা
স্পষ্ট ধারণা আছে	৩৭	৩০.৩০
আংশিক ধারণা আছে	৬০	৪৯.২০
স্পষ্ট ধারণা নেই	২৫	২০.৫০
মোট	১২২	১০০.০০

সারণি ৪.৭ এ দেখা যায় যে, প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন যে, ARLP সম্পর্কে আংশিক ধারণা আছে। অন্যদিকে ২০.৫০ ভাগ শিক্ষক বলেছেন যে এই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। একই সাথে ৩০.৩০ ভাগ শিক্ষক বলেছেন তাদের ARLP সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে।

সারণি ৪.৮: ARLP শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় উপাদান

ARLP শ্রেণিকক্ষে কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা জানেন কি না?	সংখ্যা	শতকরা	ARLP শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করতে হলে কী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
জানেন	১১৭	৯৫.৯	শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা, কারিকুলাম, ক্লাস রুটিন, শ্রেণি পাঠ্যবই, পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবই, পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক সাপোর্ট
জানেন না	৫	৪.১	
মোট	১২২	১০০.০০	

সারণি ৪.৮ এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, শতকরা ৯৫.৫ ভাগ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ARLP কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে জানেন। অন্যদিকে ৪.১ ভাগ শিক্ষক তা জানেন না। একই সাথে দেখা যায়, যে সকল শিক্ষকগণ ARLP শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন সম্পর্কে জানেন, তারা বলেন যে, শ্রেণিকক্ষে এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা, কারিকুলাম, ক্লাস রুটিন, শ্রেণি পাঠ্যবই, পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবই, পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক সাপোর্ট।

সারণি ৪.৯: শ্রেণিকক্ষে ARLP বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপাদান বিষয়ক

	হ্যাঁ (%)	না (%)	মোট
শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি আছে কিনা?	১২১ (৯৯.১৮)	১ (০.৮২)	১২২ (১০০.০০)
শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন করেন কিনা?	১১৯ (৯৭.৫৪)	৩ (২.৪৬)	১২২ (১০০.০০)
পাঠ উপস্থাপনার সময় শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করেছেন কি?	১১৮ (৯৬.৭২)	৪ (৩.২৮)	১২২ (১০০.০০)
ARLP অনুযায়ী প্রতিদিনের পাঠের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির কোনো পাঠের সাথে সংযোগ করেন কি না?	১০৮ (৮৮.৫০)	১৪ (১১.৫০)	১২২ (১০০.০০)
পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/টিজি ব্যবহার করেন কি?	১১২ (৯১.৮০)	১০ (৮.২০)	১২২ (১০০.০০)
শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করেন কি না?	১০৮ (৮৮.৫০)	১৪ (১১.৫০)	১২২ (১০০.০০)

সারণি ৪.৯ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৯.১৮ ভাগ শিক্ষক (১২১ জন) এর নিকট শিক্ষা উপাদান (যেমন: শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা) আছে। আবার শতকরা ৯৭.৫৪ ভাগ শিক্ষক (১১৯ জন) জানান যে, তারা শিক্ষা উপাদান (যেমন: শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা) অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং শতকরা ২.৪৬ ভাগ শিক্ষক (৩ জন) জানান তারা শিক্ষা উপাদান (যেমন: শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা) অনুসরণ করেই পাঠ উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে প্রায় শতকরা ৩ ভাগ শিক্ষক জানান যে, তারা শিক্ষা উপাদান (যেমন: শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা) অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম এবং পাঠ উপস্থাপন পরিচালনা করেন না। পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠের সাথে প্রতিদিনের পাঠের সংযোগ করেন বলে ৮৮.৫ ভাগ শিক্ষক স্বীকার করেন। এদের মধ্যে ৯১.৮০ ভাগ শিক্ষক বলেছেন তারা পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/টিজি ব্যবহার করেন। ৮৮.৫০ ভাগ শিক্ষকরা আরো জানান যে, নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করে।

সারণি ৪.১০: ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপনা

ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করেন কি না?	সংখ্যা	শতকরা	ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন না হলে, কেন?	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	১১৮	৯৬.৭২	ARLP সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই	২	৫০.০০
না	৪	৩.২৮	ARLP সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই	২	৫০.০০
মোট	১২২	১০০.০০		৪	১০০.০০

সারণি ৪.১০ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৬.৭২ ভাগ শিক্ষক (১১৮ জন) জানান তারা ARLP অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে, শতকরা ৩.২৮ ভাগ শিক্ষক (৪ জন) জানান তারা অনুসরণ করেন না এবং তারা বলেন, ARLP সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা নেই।

সারণি ৪.১১: ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপনে সমস্যা

ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করতে কোনো সমস্যা হয় কি না?	সংখ্যা	শতকরা	ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করতে কোনো সমস্যা হলে, কেন হয়?
হাঁ	৮৮	৭২.১৩	এক পিরিয়ডে অধিক বিষয়বস্তু থাকার কারণে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না, পাঠের বিষয়বস্তু অধিক, সময়ের স্বল্পতার কারণে শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করানো, দুর্বল শিক্ষার্থীদের বেলায় ARLP অনুযায়ী পাঠ ফলপ্রসু হয় না, সাপ্তাহিক রুটিনে সমন্বয়হীনতা, পঞ্চম শ্রেণি ব্যতিত সকল শ্রেণির রুটিনে ক্লাস সংখ্যা কম, পূর্বের শ্রেণির পাঠপুস্তক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠ সংযোগ স্থাপন করা কঠিন, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে ARLP এর সাথে সরবরাহকৃত রুটিনের মিল নাই, একাধিক পাঠ একদিনে থাকায় শিখনফল অর্জনে অসুবিধা হয়, পাঠবিভাজনে শিক্ষকগণের মাঝে সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান এবং বাড়ির কাজ কখন যাচাই করবে তারও কোন সঠিক নির্দেশনা নেই, নির্ধারিত সময়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষ করা যায় না
না	৩৪	২৭.৮৭	
মোট	১২২	১০০.০০	

সারণি ৪.১১ এ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপনে মাত্র শতকরা ২৭.৮৭ ভাগ শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই এবং বাকী শতকরা ৭২.১৩ ভাগ শিক্ষকের সমস্যা রয়েছে। এই সকল শিক্ষকগণ সমস্যার কারণ হিসেবে বলেন, এক পিরিয়ডে অধিক বিষয়বস্তু থাকার কারণে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না, পাঠের বিষয়বস্তু অধিক, সময়ের স্বল্পতার কারণে শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করানো, দুর্বল শিক্ষার্থীদের বেলায় ARLP অনুযায়ী পাঠ ফলপ্রসু হয় না, পঞ্চম শ্রেণি ব্যতিত সকল শ্রেণির রুটিনে ক্লাস সংখ্যা কম, পূর্বের শ্রেণির পাঠপুস্তক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠ সংযোগ স্থাপন করা কঠিন, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে ARLP এর সাথে সরবরাহকৃত রুটিনের মিল নাই, একাধিক পাঠ একদিনে থাকায় শিখনফল অর্জনে অসুবিধা হয়, পাঠবিভাজনে শিক্ষকগণের মাঝে সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান এবং বাড়ির কাজ কখন যাচাই করবে তারও কোন সঠিক নির্দেশনা নেই।

সারণি ৪.১২: র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) সম্পর্কে

আপনি কি র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) নিয়েছেন কি না?	সংখ্যা	শতকরা	র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) নিয়েছেন	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	১১৬	৯৬.৫৫	মৌখিক	১০৪	৯৫.৫৫
না	৪	০৩.৪৫	লিখিত	৬	০৫.৪৫
মোট	১২০	১০০.০০	মোট	১১০	১০০.০০

সারণি ৪.১২ এ দেখা যায়, শতকরা ৯৬.৫৫ ভাগ শিক্ষক (১১৬ জন) জানান র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) করেছেন এবং শতকরা ০৩.৪৫ ভাগ শিক্ষক (৪ জন) জানান র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) করেননি। আবার যে সকল শিক্ষকগণ র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট করেছে তাদের প্রায় সকল শিক্ষক মৌখিকভাবে তা সম্পন্ন করেছেন। আর মাত্র শতকরা ৫.৪৫ ভাগ শিক্ষক তা লিখিতভাবে করেছেন।

সারণি ৪.১৩: মনো-সামাজিক সাপোর্ট

শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দেন কি না?	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	১২০	১০০.০০
না	০	০.০০
মোট	১২০	১০০.০০

সারণি ৪.১৩ এ দেখা যায়, শতভাগ শিক্ষক বলেছেন তারা শিক্ষার্থীদের সবসময় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দেয়।

সারণি ৪.১৪: ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম

ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন কি না?	সংখ্যা	শতকরা	শিখন-শেখানো কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে, কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন?
হাঁ	১১৮	৯৭.৫২	মোবাইলে যেগাযোগ ও নির্দেশনা প্রদান, সংসদ টিভিতে পাঠ দেখা নিশ্চিত করা, বাংলাদেশ বেতারে ক্লাস শোনা নিশ্চিত করা, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ, হোম ভিজিট এবং শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।
না	৩	০২.৪৮	
মোট	১২১	১০০.০০	

সারণি ৪.১৪ এ দেখা যায় যে, প্রায় সকল শিক্ষকই (৯৭.৫২%) ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন এবং তারা বলেছেন, এই সময়ে তারা মোবাইলে যেগাযোগ ও নির্দেশনা প্রদান, সংসদ টিভিতে পাঠ দেখা নিশ্চিত করা, বাংলাদেশ বেতারে ক্লাস শোনা নিশ্চিত করা, মোবাইলে পাঠ বুঝিয়ে দেওয়া, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ, হোম ভিজিট ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যহত রেখেছেন। আরও বলেন যে তারা শিক্ষার্থীদেরকে সংসদ টিভি ও বেতারে ক্লাস দেখা এবং শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সারণি ৪.১৫: ARLP বাস্তবায়নে শিক্ষকগণের সুপারিশ

ARLP বাস্তবায়নে শিক্ষকগণের সুপারিশ:
১। প্রতিটি পিরিয়ডে পাঠের বিষয়বস্তু ও সিলেবাস কমানো, ২। পিরিয়ডের সময় বাড়ানো, ৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ৪। মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন সরবরাহ করা, ৫। ক্লাস রুটিনের সাথে ARLP-এর সমন্বয় করা, ৬। এইউইও এর পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা, ৭। সপ্তাহের প্রতিদিন ক্লাস চালু করা, ৮। বাংলা ও গণিত বিষয়ের পিরিয়ডের সময় বাড়ানো ৯। সাপ্তহিক রুটিনে সকল শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক পিরিয়ড বাড়ানো

সারণি ৪.১৫ থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষকগণ মনে করেন ARLP অধিকতর কার্যক্রভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, প্রতিটি পিরিয়ডে পাঠের বিষয়বস্তু ও সিলেবাস কমানো, পিরিয়ডের সময় বাড়ানো, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন সরবরাহ করা, ক্লাস রুটিনের সাথে ARLP-এর সমন্বয় করা, এইউইও এর পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা, সপ্তাহের প্রতিদিন ক্লাস চালু করা, বাংলা ও গণিত বিষয়ের পিরিয়ডের সময় বাড়ানো এবং সাপ্তহিক রুটিনে সকল শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক পিরিয়ড বাড়ানো ইত্যাদি।

পর্যবেক্ষণ ছক

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি: বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ৬৪টি বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ডেটা ক্লিন্সিং এর ৫৩টি ডেটা পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত: বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম সম্পর্কে জানার জন্য ৬৪টি শ্রেণির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫৩টি শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণি ৩টি, তৃতীয় শ্রেণি ১৪টি, চতুর্থ শ্রেণি ১২টি এবং পঞ্চম শ্রেণি ২০টি।

বিদ্যালয়ে ৬টি বিষয়ে ৫৩টি শ্রেণির কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে বাংলা ১৮টি, ইংরেজি ১৪টি, গণিত ১১টি, প্রাথমিক বিজ্ঞান ৩টি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৬টি এবং ধর্ম ১টি বিষয়ের শ্রেণিকার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪.২ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি

৪.২.১: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: হাত ধোঁয়া

ক্র.নং	স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি	হ্যাঁ/না	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শতকরা
১	হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ	৩৭	৬৯.৮
		না	১৬	৩০.২
		মোট	৫৩	১০০.০
২	প্রত্যেক শিশুর হাত ধোঁয়া নিশ্চিত করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	৩৫	৬৬.০
		না	১৮	৩৪.০
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.১ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে, ৫৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৯.৮% বিদ্যালয়ে (৩৭টি) হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে। একইসাথে ৬৬.০% বিদ্যালয় (৩৫টি) এর প্রত্যেক শিশুর হাত ধোয়া নিশ্চিত করা হয়।

৪.২.২: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: হ্যান্ড সেনিটাইজার

১	হ্যান্ড সেনিটাইজার এর ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ	৩৬	৬৭.৯
		না	১৭	৩২.১
		মোট	৫৩	১০০.০
২	শিশুদের হাত সেনিটাইজড করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	৩৬	৬৭.৯
		না	১৭	৩২.১
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.২ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে, ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬টি) এ হ্যান্ড সেনিটাইজার এর ব্যবস্থা আছে এবং ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬টি) এ শিশুদের হাত সেনিটাইজড করা হয়।

৪.২.৩: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র

১	তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র আছে কি?	হ্যাঁ	৩৭	৬৯.৮
		না	১৬	৩০.২
		মোট	৫৩	১০০.০
২	তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে কি?	হ্যাঁ	৩৬	৬৭.৯
		না	১৭	৩২.১
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.৩ এর তথ্য পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে, ৬৯.৮% বিদ্যালয় (৩৭টি) এ তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র আছে এবং ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬টি) এ তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪.২.৪: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: ওয়াশ ব্লক সংক্রান্ত

১	বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক আছে কি?	হ্যাঁ	২৫	৪৭.২
		না	২৮	৫২.৮
		মোট	৫৩	১০০.০
২	ওয়াশ ব্লক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	২৫	৪৭.২
		না	২৮	৫২.৮
		মোট	৫৩	১০০.০
৩	ওয়াশ ব্লকে পানি, দরজা ইত্যাদি আছে কি?	হ্যাঁ	২৮	৫২.৮
		না	২৫	৪৭.২
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.৪ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৪৭.২% বিদ্যালয়ে (২৫টি) বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক আছে এবং সমসংখ্যক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। একইসাথে দেখা যায়, ৫২.৮% (২৮টি) বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লকে পানি, দরজা ইত্যাদি আছে।

৪.২.৫: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

১	বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কি?	হ্যাঁ	২৬	৪৯.১
		না	২৭	৫১.০
		মোট	৫৩	১০০.০
২	শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কি?	হ্যাঁ	৩৬	৬৭.৯
		না	১৭	৩২.১
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.৫ এ দেখা যায়, ৪৯.১% বিদ্যালয় (২৬টি) এর আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রয়েছে এবং ৬৭.৯% বিদ্যালয়ে (৩৬টি) এর শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রয়েছে।

৪.২.৬: কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত: মাস্ক

১	স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	৩৬	৬৭.৯
		না	১৭	৩২.১
		মোট	৫৩	১০০.০
২	শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে মাস্ক পরছে কি?	হ্যাঁ	৩৪	৬৪.২
		না	১৯	৩৫.৯
		মোট	৫৩	১০০.০
৩	শিক্ষকরা যথাযথভাবে মাস্ক পরেছেন কি?	হ্যাঁ	৩৭	৬৯.৮
		না	১৬	৩০.২
		মোট	৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.৬ এ দেখা যায়, ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬টি) এ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে এটি প্রতিয়মান হয় যে, ৬৪.২% বিদ্যালয় (৩৪টি) এর শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে মাস্ক পরেছে এবং ৬৯.৮% বিদ্যালয় (৩৭টি) এর শিক্ষকরা যথাযথভাবে মাস্ক পরেছেন।

সারণি-৪.২.৭ বিদ্যালয়ে ARLP বাস্তবায়ন

ক্র. নং				
১	বিদ্যালয়ে প্রিন্টেট ARLP আছে কি?	হ্যাঁ	৫৩	১০০.০
		না	০	০.০
			৫৩	১০০.০
২	ARLP বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ	৫২	৯৮.০
		না	১	২.০
			৫৩	১০০.০
৩	ডিপিই কর্তৃক প্রেরিত ক্লাসরুটিন শিক্ষকের সংগ্রহে আছে কি?	হ্যাঁ	৫২	৯৮.০
		না	১	২.০
			৫৩	১০০.০
৪	ডিপিই প্রদত্ত ক্লাসরুটিন শিক্ষকগণ অনুসরণ করছেন কি?	হ্যাঁ	৫২	৯৮.০
		না	১	২.০
			৫৩	১০০.০

সারণি- ৪.২.৭ এ দেখা যায় যে, প্রায় শতভাগ (৯৮.০%) বিদ্যালয় (৫২টি) এ প্রিন্টেট ARLP আছে , ARLP বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেয়েছেন এবং ডিপিই কর্তৃক প্রেরিত ক্লাসরুটিন শিক্ষকের সংগ্রহে করেছেন। একই সাথে সমসংখ্যক বিদ্যালয় ডিপিই প্রদত্ত ক্লাসরুটিন অনুসরণ করছেন।

শ্রেণি পাঠ পর্যবেক্ষণ

সারণি-৪.২.৮: পাঠ উপস্থাপন

ক্রমিক নং	বিষয়	হ্যাঁ	না
১	শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দিয়েছেন কি?	৪৮ (৯১.০)	৫ (৯.০)
২	ARLP অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কি?	৪১ (৭৭.০)	১২ (২৩.০)
৩	ARLP অনুযায়ী আজকের পাঠের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির কোনো পাঠের সংযোগ আছে কি?	৪১ (৭৭.০)	১২ (২৩.০)
৪	শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করছেন কি?	৪২ (৭৯.০)	১১ (২১.০)

সারণি-৪.২.৮ এ দেখা যায় যে, শতকরা ৯১.০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দিয়েছেন ,শতকরা ৭৭.০ ভাগ শিক্ষক ARLP অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, শতকরা ৭৭.০ ভাগ শিক্ষক ARLP অনুযায়ী আজকের পাঠের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠের সংযোগ স্থাপন করেছেন এবং শতকরা ৭৯.০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করছেন।

সারণি-৪.২.৯: উপকরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	হ্যাঁ	না
১	পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/ টিজি এনেছেন কি?	২৯ (৫৪.০)	২৪ (৪৬.০)
২	শিক্ষক পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করছেন কি?	৩৯ (৭৪.০)	১৪ (২৬.০)

সারণি-৪.২.৯ এ দেখা যায় যে, শতকরা ৭৭.০ ভাগ শিক্ষক পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/টিজি এনেছেন এবং শতকরা ৭৪.০ ভাগ শিক্ষক পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করছেন।

সারণি-৪.২.১০: পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	হ্যাঁ	না
১	পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে টিজি নির্দেশিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করেছেন কি	৪৩ (৮১.০)	১০ (১৯.০)
২	টিজি অনুসারে শিক্ষক আজকের পাঠের সবগুলো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন কি?	৪৬ (৮৭.০)	৭ (১৩.০)
৩	শিক্ষার্থীদের শিখন প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন কি?	৪১ (৭৭.০)	১২ (২৩.০)
৪	শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শেষ করতে পেরেছেন কি?	১৮ (৩৩.৯৭)	৩৫ (৬৬.০৩)

সারণি-৪.২.১০ এ দেখা যায় যে, শতকরা ৮১.০ ভাগ শিক্ষক পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে টিজি নির্দেশিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করেছেন, শতকরা ৮৭.০ ভাগ শিক্ষক টিজি অনুসারে শিক্ষক পাঠের সবগুলো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, শতকরা ৭৭.০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন এবং শতকরা ৩৪.০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শেষ করতে পেরেছেন।

৪.২.১১: ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানকালে দূর্বল শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থা

ক্রমিক নং	বিষয়	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা আছে	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নাই
১	ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানকালে দূর্বল শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থা ছিল কি না?	১ (১.৮৯)	৫২ (৯৮.১১)

সারণি- ৪.২.১১ এ দেখা যায় শ্রেণি পাঠদানকালে দূবর্ল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ৯৮ ভাগ শিক্ষকই কোনো নিরাময়মূলক ব্যবস্থা রাখে নাই।

সারণি- ৪.২.১২: বাড়ীর কাজ ও ফিডব্যাক

ক্রমিক নং	বিষয়			হ্যাঁ	না
১	শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বাড়ির কাজ সংগ্রহ করেছেন কি?			৫৩ (১০০.০০)	০ (০.০)
২	শিক্ষক গত পাঠের বাড়ির কাজ ফিডব্যাকসহ শিক্ষার্থীর নিকট ফেরত দিয়েছেন কি?			৩৭ (৭০.০০)	১৬ (৩০.০)
		লিখতে দিয়ে	পড়তে দিয়ে	বলতে দিয়ে	অন্যান্য
৩	শিক্ষক আজকের পাঠে কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	৩৩ (৬২.২৬%)	২৫ (৪৭.২৭%)	৩১ (৫৮.৪৯%)	২ (৩.৭৭%)
		মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে	লিখে দিয়ে	সহপাঠীর মাধ্যমে	অন্যান্য
৪	শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক দিয়েছেন? উল্লেখ করুন। (একাধিক উত্তর হতে পারে)	৪৭ (৮৮.৬৮)	২৫ (৪৭.১৭)	৪৫ (৮৪.৯১)	১ (১.৮৯)

সারণি- ৪.২.১২ এ দেখা যায় যে, সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বাড়ির কাজ সংগ্রহ করেছেন এবং শতকরা ৭০.০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষক গত পাঠের বাড়ির কাজ ফিডব্যাকসহ শিক্ষার্থীর নিকট ফেরত দিয়েছেন। শতকরা ৬২.২৬ ভাগ শিক্ষক লিখতে দিয়ে, শতকরা ৪৭.২৭ ভাগ শিক্ষক লিখতে দিয়ে, শতকরা ৫৮.৪৯ ভাগ শিক্ষক বলতে দিয়ে এবং শতকরা ৩.৭৭ ভাগ শিক্ষক অন্যান্যভাবে মূল্যায়ন করেছেন। শতকরা ৮৮.৬৮ ভাগ শিক্ষক মৌখিকভাবে, শতকরা ৪৭.১৭ ভাগ শিক্ষক লিখে, শতকরা ৮৪.৯১ ভাগ শিক্ষক সহপাঠীর মাধ্যমে এবং শতকরা ১.৮৯ শিক্ষক অন্যান্যভাবে বুঝিয়ে দেন।

সারণি- ৪.২.১৩: পাঠে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিসাড়া (রেসপন্স)

		খুব ভালো	ভালো	মোটামুটি	ভাল নয়	মোটেই ভাল নয়
১৩	আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিসাড়া (রেসপন্স) কেমন ছিল?	৪ (৭.৫৪)	৬ (১১.৩২)	২৪ (৪৫.২৮)	১৯ (৩৫.৮৬)	০

সারণি-৪.২.১৩ এ দেখা যায় যে, শতকরা ৪৫.২৮ ভাগ পাঠে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিসাড়া মোটামুটি, ৩৫.৮৬ ভাগ পাঠে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিসাড়া ভালো না।

সাক্ষাৎকারপত্র (শিক্ষার্থীদের জন্য)

৪.৩: শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

দেশের ৮টি বিভাগ থেকে ২৯৮ জন শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ২৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণির ১২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ১২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ৯২ জন, চতুর্থ শ্রেণির ৮৫ জন, পঞ্চম শ্রেণির ৯৭ জন। ২৯৮ জন শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার সাক্ষাতকার নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পিতা পেশা কৃষি কাজ। তাছাড়া অনেক পিতার পেশা ব্যবসা, দৈনিক শ্রমিক, চাকুরি, আটো ড্রাইভার, শিক্ষক, ভ্যান চালক, কাঠ মিস্ত্রি, জেলে ইত্যাদি। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মাতার পেশা গৃহ কাজ। তাছাড়া অনেক মাতার পেশা কৃষি কাজ, দৈনিক শ্রমিক, চাকুরি ইত্যাদি।

বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীর অনুভূতি

সারণি-৪.৩.১: বিদ্যালয় খোলার পর বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীর অনুভূতি

অনুভূতি	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা	এমন অনুভূতির কারণ কী?
মোটামুটি	৪	১.৩৪	(ক) বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে (খ) বাড়ীতে পড়াশোনা হতো না এখন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হচ্ছে (গ) ম্যাডাম/শিক্ষককে দেখতে পারছে (ঘ) বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠ অনশীলন করতে পারছে (ঙ) ক্লাস করতে পারছে (চ) বাড়ীতে/বাসায় থাকতে ভালো লাগে না (ছ) খেলাধুলা করতে পারছে (জ) শিক্ষকদের সহায়তায় পড়াশোনা করতে পারছে
ভাল	৯৯	৩৩.২২	
খুব ভাল	১৯৫	৬৫.৪৪	
	২৯৮	১০০.০০	

সারণি-৪.৩.১ এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে পেরে শতকরা ৬৫.৪৪ ভাগ শিক্ষার্থীর অনুভূতি খুব ভাল, শতকরা ৩৩.২২ ভাগ শিক্ষার্থীর অনুভূতি ভাল এবং মাত্র শতকরা ১.৩৪ ভাগ শিক্ষার্থীর অনুভূতি মোটামুটি। বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীর তাদের ভাল লাগার অনুভূতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে, বাড়ীতে পড়াশোনা হতো না এখন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হচ্ছে, ম্যাডাম/শিক্ষককে দেখতে পারছে, বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠ অনশীলন করতে পারছে, ক্লাস করতে পারছে, বাড়ীতে/বাসায় থাকতে ভালো লাগে না, খেলাধুলা করতে পারছে, শিক্ষকদের সহায়তায় পড়াশোনা করতে পারছে।

সারণি-৪.৩.২: মনো-সামাজিক সমর্থন

শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক সমর্থন দেয় কি না?	হ্যাঁ	না	মোট
শতকরা	৭৮.৮৮	২১.২২	১০০.০০

সারণি-৪.৩.২ এ দেখা যায় যে, প্রায় ৭৯ ভাগ শিক্ষার্থীরা জানাই যে শিক্ষকগণ তাদের মানসিক সমর্থন দেয়।

সারণি- ৪.৩.৩: প্রতিদিন ক্লাসের সংখ্যা

তোমার প্রতিদিন কয়টি ক্লাস হয়?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা
১টি	০	০.০০
২টি	২	০.৬৮
৩টি	২৯৩	৯৯.৩২
৪টি	০	০.০০
	২৯৫	১০০.০০

সারণি- ৪.৩.৩ এ দেখা যায় যে, প্রায় সকল বিদ্যালয়ে (শতকরা ৯৯.৩২) ভাগ বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ৩টি ক্লাস হয়।

সারণি-৪.৩.৪: প্রতিদিন কয়টি ক্লাস হলে ভালো হয়

তোমার প্রতিদিন কয়টি ক্লাস হয়?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা
২টি	২	০.৬৮
৩টি	২৯৩	৯৯.৩২
মোট	২৯৫	১০০.০০

সারণি- ৪.৩.৪ এ দেখা যায় যে, প্রায় সকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ৩টি ক্লাস হলে ভাল হয় বলে জানায়।

সারণি- ৪.৩.৫: ক্লাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মন্তব্য

	হ্যাঁ	না	মোট
তুমি কি মনে কর প্রতি ক্লাসে যতটুকু পড়ানো হয় তা তোমার কাছে বেশি মনে হয়?	২১৮ (৭৩.৬৫)	৭৮ (২৬.৩৫)	২৯৬ (১০০.০০)
তুমি কি মনে কর ক্লাসের বাইরে/বাড়ীতে পড়া শিখতে কারও সহায়তা প্রয়োজন?	৯৮ (৩২.৮৯)	২০০ (৬৭.১১)	২৯৮ (১০০.০০)
ক্লাসের বাইরে/বাড়ীতে পড়া শিখতে কারও সহায়তা প্রয়োজন কেন?	১। গণিত/ইংরেজি না বুঝলে ২। পড়া না বুঝলে		

সারণি- ৪.৩.৫ এ দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী (শতকরা ৭৩.৬৫) মনে করে প্রতি ক্লাসে যতটুকু পড়ানো হয় তা তার কাছে বেশি মনে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থী (শতকরা ৬৭.১১) মনে করে ক্লাসের বাইরে/বাড়ীতে পড়া শিখতে কারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না। আরে শতকরা ৩২.৮৯ ভাগ শিক্ষার্থী মনে করে তাদের সহায়তা প্রয়োজন কেননা তারা যদি কোনো বিষয়ের পড়া না বুঝে, তখন তাদের সহায়তা দরকার হয়।

সারণি- ৪.৩.৬: বন্ধকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর পড়া-লেখা

বিদ্যালয় যখন কোভিড এর কারণে বন্ধ ছিল তখন তুমি পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছে কি না?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৯১	৯৭.৬৫
না	৭	২.৩৫
মোট	২৯৮	১০০.০০

সারণি- ৪.৩.৬ এ দেখা যায় যে, কোভিড এর কারণে বিদ্যালয় বন্ধকালীন সময়ে শতকরা ৯৭.৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী (২৯১ জন) পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছে বলে জানায়।

সারণি- ৪.৩.৭: বন্ধকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর পড়া-লেখার মাধ্যম

কীভাবে (একাধিক উত্তর হতে পার)?	শিক্ষার্থী সংখ্যা
বিদ্যালয়ের দেয়া বাড়ীর কাজ করে	২২৪
প্রাইভেট	১৮০
পিতা-মাতার সহায়তায়	১৬১
টিভি দেখে	৯৬
শিক্ষকের সহায়তায়	৮২
অন-লাইন ক্লাস	৭৬
মোবাইলের মাধ্যমে	৫৩
রেডিও শুনে	৮

সারণি- ৪.৩.৭ এ দেখা যায় কোভিড এর কারণে বিদ্যালয় বন্ধকালীন সময়ে শিক্ষার্থী পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরা (২২৪ জন) বিদ্যালয়ের দেয়া বাড়ীর কাজ করে, ১৮০ জন প্রাইভেট পড়ে, ১৬১ জন পিতা-মাতার সহায়তায়, ৯৬ জন টিভি দেখে, ৮২ জন শিক্ষকের সহায়তায়, ৭৬ জন অনলাইন ক্লাস করে, ৫৩ জন মোবাইলের মাধ্যমে এবং মাত্র ৮ জন রেডিও শুনে পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছে বলে জানায়।

সারণি- ৪.৩.৮: পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তা সংক্রান্ত

বর্তমানে তুমি কি পরিবারের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছ?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৭১	৯০.৯৪
না	২৭	৯.০৬
মোট	২৯৮	১০০.০০

সারণি- ৪.৩.৮ এ দেখা যায়, পরিবারের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছ কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯০.৯৪% শিক্ষার্থী (২৭১ জন) জানায় বর্তমানে তারা পরিবারের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছে এবং বাকী ৯.০৬% শিক্ষার্থী (২৭ জন) পরিবারের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছে না।

সারণি- ৪.৩.৯: পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তাকারী

কার কাছ থেকে তুমি পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছ?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা
পিতা	৮৫	২৮.৫২
মাতা	১৪২	৪৭.৬৫
ভাই-বোন	১০২	৩৪.২৩
অন্যান্য	৫১	১৭.১১

সারণি- ৪.৩.৯ এ দেখা যায় যে, শতকরা ২৮.৫২ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের পিতা, শতকরা ৪৭.৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের মাতা এবং শতকরা ৩৪.২৩ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের ভাই-বোনের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছে।

সারণি- ৪.৩.১০: ক্লাসের পড়ালেখা বুঝা সংক্রান্ত

তুমি কি ক্লাসের পড়ালেখা বুঝতে পার?	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা	ক্লাসের পড়ালেখা কেন বুঝতে পারে না?
হ্যাঁ	২৮৩	৯৪.৯৭	ক) কারণ গত ২ বছর বিদ্যালয়ে আসতে পারেনি। খ) অনেক বিষয় মনে রাখতে পারেনি। গ) গণিতের বিষয়ের কিছু বিষয় বুঝতে পারেনি না। ঘ) ইংরেজি বিষয়ের কিছু বিষয়বস্তু বুঝতে পারেনি না। ঙ) বিষয়বস্তু অনেক কঠিন চ) বিষয়বস্তু অনেক ছ) অনেক সময় শ্রেণিতে মনোনিবেশ করতে পারে না জ) কঠিন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয়
না	১৫	৫.০৩	
মোট	২৯৮	১০০.০০	

সারণি- ৪.৩.১০ এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৯৪.৯৭% শিক্ষার্থী (২৮৩ জন) জানায় তারা ক্লাসের পড়ালেখা বুঝতে পারে এবং ৫.০৩% (১৫ জন) ক্লাসের পড়ালেখা বুঝতে পারে না। কেন বুঝতে পারে না, তার কারণ তারা বলে, ক) গত ২ বছর বিদ্যালয়ে আসতে পারেনি, খ) অনেক বিষয় মনে রাখতে পারেনি, গ) গণিতের বিষয়ের কিছু বিষয় বুঝতে পারেনি না, ঘ) ইংরেজি বিষয়ের কিছু বিষয়বস্তু বুঝতে পারেনি না, ঙ) বিষয়বস্তু অনেক কঠিন, চ) বিষয়বস্তু অনেক, ছ) অনেক সময় শ্রেণিতে মনোনিবেশ করতে পারে না, জ) কঠিন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয়।

সারণি- ৪.৩.১১: বাড়ীর কাজ সংক্রান্ত

	হ্যাঁ	না	মোট	বাড়ির কাজ সংক্রান্ত সমস্যা
তোমার শ্রেণি শিক্ষক কি বাড়ীর কাজ প্রদান করেন?	২৯২ (৯৭.৯৯)	৬ (২.০১)	২৯৮ (১০০০.০০)	ক) কঠিন বিষয়ে একা একা সমাধান করতে পারে না খ) সবগুলো বিষয়ের কিছু-কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় গ) শুধু গণিত বিষয়ের কিছু অংক বুঝতে সমস্যা হয়
বাড়ীর কাজ করতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়?	৫০ (১৬.৭৮)	২৪৮ (৮৩.২২)	২৯৮ (১০০০.০০)	

সারণি- ৪.৩.১১ এ দেখা যায়, প্রায় সকল শিক্ষার্থী (৯৭.৯৯%) জানায় শ্রেণি শিক্ষক বাড়ীর কাজ প্রদান করেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী জানায় (৮৩.২২%) বাড়ীর কাজ করতে কোনো সমস্যা হয় না এবং অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী (১৬.৭৮%) জানায় তাদের বাড়ীর কাজ করতে সমস্যা হয়। তাদের সমস্যাসমূহ হলো ক) কঠিন বিষয়ে একা একা সমাধান করতে পারে না, খ) সবগুলো বিষয়ের কিছু-কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, গ) শুধু গণিত বিষয়ের কিছু অংক বুঝতে সমস্যা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়: প্রাপ্ত ফলাফল

৫.১ শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য

১. সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ARLP পেয়েছেন। কোনো কোনো শিক্ষক এইউইও/এটিইও, কোনো কোনো শিক্ষক প্রধান শিক্ষকদের নিকট থেকে পেয়েছেন। অনেক শিক্ষক অনলাইন থেকে ডাউনলোড করেছেন।

২. তথ্যদাতা শিক্ষকগণ সবাই অনলাইন ARLP বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টগণের মাধ্যমে পেয়েছেন, তবে কোনো কোনো শিক্ষক এইউইও/এটিইও এর কাছ থেকে ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন।

৩. তথ্যদাতা শিক্ষকগণ ARLP বুঝতে কোন সমস্যা হয়নি বলে জনালেও ARLP বিষয়ে শিক্ষকদের অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয় তা সাক্ষাতকারকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪. শ্রেণিকক্ষে ARLP বাস্তবায়ন করতে শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষাক্রম, ক্লাস রুটিন, পাঠ্যবই, পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবই প্রয়োজন রয়েছে বলে অধিকাংশ শিক্ষক জানান। তবে কোনো কোনো শিক্ষক এ বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান করেনি।

৫. তথ্যদাতা শিক্ষকগণ তাদের নিকট শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা আছে এবং অনুসরণ করেন বলে জানান।

৬. ARLP বাস্তবায়ন করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ শিক্ষক কোন সমস্যা হচ্ছে না বলে জানান। তবে কিছু সংখ্যক শিক্ষক ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানান।

৭. ARLP বাস্তবায়ন করতে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে এ প্রশ্নে উত্তরে তারা জানান যে,

- এক পিরিয়ডে অধিক বিষয়বস্তু থাকার কারণে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।
- পঞ্চম শ্রেণি ব্যতিত সকল শ্রেণির রুটিনে ক্লাস সংখ্যা কম।
- পাঠের বিষয়বস্তু অধিক
- একাধিক পাঠ একদিনে থাকায় শিখনফল অর্জনে অসুবিধা হয়।
- পাঠ বিভাজনে শিক্ষকগণের মাঝে সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান। একদিনে দেখা যায় পাঠ বেশী বা কম।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য ARLP ফলপ্রসু হয় না।

-বাড়ির কাজ কখন যাচাই করবে তারও কোন সঠিক নির্দেশনা নেই

৮. সকল শিক্ষক জানান তারা শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে র‍্যাপিড এ্যাসেসমেন্ট করেছেন।

৯. ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন এবং এই সময়ে তারা মোবাইলে যেগাযোগ ও নির্দেশনা প্রদান, সংসদ টিভিতে পাঠ দেখা নিশ্চিত করা, বাংলাদেশ বেতারে ক্লাস শোনা নিশ্চিত করা, মোবাইলে পাঠ বুঝিয়ে দেওয়া, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ, হোম ভিজিট ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যহত রেখেছেন। আরও বলেন যে তারা শিক্ষার্থীদেরকে সংসদ টিভি ও বেতারে ক্লাস দেখা এবং শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

১১. ARLP সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শিক্ষকগণের মতামত:

- প্রতি পিরিয়ডে পাঠের বিষয়বস্তুর এবং সিলেবাস কমানো
- বাংলা ও গণিত বিষয়ের পিরিয়ডের সময় বাড়ানো
- সাপ্তহিক রুটিনে সকল শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক পিরিয়ড বাড়ানো
- মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন সরবরাহ করা

৪.২ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

- সকল বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রস্তুতি ছিল, তবে কোথাও কোথাও ওয়াশ ব্লক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না এবং কোথাও কোথাও ওয়াশ ব্লকে পানির ব্যবস্থা ছিল না।
- পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রিন্টেড ARLP আছে, ডিপিই কর্তৃক প্রেরিত ক্লাসরুটিন শিক্ষকের সংগ্রহে আছে এবং ক্লাসরুটিন শিক্ষকগণ অনুসরণ করছেন। উপকূল ও হাওড় অঞ্চলের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রিন্টেড ARLP এবং ডিপিই প্রদত্ত ক্লাসরুটিন পাওয়া যায়নি, তবে মোবাইল ফোনে সফটকপি ছিল।
- শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দেখা যায়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ARLP অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তবে কোথাও কোথাও শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করেনি।
- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে টিজি নির্দেশিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করলেও কোনো কোনো বিদ্যালয়ে তা অনুসরণ করা হচ্ছে না।
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শেষ করতে পারেননি।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, পড়তে দিয়ে, প্রশ্ন করে, বলতে দিয়ে শ্রেণি পাঠ মূল্যায়ন করেছেন।

৪.৩ শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

অনেক দিন পর বিদ্যালয়ে আসতে পেরে শিক্ষার্থীদের কাছে খুব ভাল লাগছে বলে জানায়। ভাল লাগার কারণ হলো: বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে, ম্যাডাম/শিক্ষককে দেখতে পারছে, বিদ্যালয়ে সরাসরি ক্লাস করতে পারছে।

সকল শিক্ষার্থী ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছে। এক্ষেত্রে প্রতদিনি ৫-৬টি ক্লাসের কথা উল্লখে করেছে। বর্তমানে প্রতি ক্লাসে যতটুকু পড়ানো হয় তা শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি মনে হয় বলে উল্লেখ করে।

প্রায় সকল শিক্ষার্থী ক্লাসের বাইরে/বাড়ীতে পড়া শিখতে কারো না কারোর সহায়তার প্রয়োজন আছে বলে জানায়। বিদ্যালয় যখন কোভিড এর কারণে বন্ধ ছিল তখন প্রায় অধকিাংশ শিক্ষার্থী পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছে বলে জানায়। এক্ষেত্রে তারা পিতা-মাতার ও ভাইবোনদের সহায়তায়, বিদ্যালয়ের দেয়া বাড়ির কাজ করে, প্রাইভটে পড়ে, অন-লাইন ক্লাস করে এবং টিভি দেখে পড়া-লেখা চালিয়ে গেছে। বর্তমানে তারা পরিবারের কাছ থেকে সহায়তা পাচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ

১. শিক্ষকদের ARLP বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট করানো প্রয়োজন।

২. কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করার জন্য এক পিরিয়ডে শিক্ষার্থীর ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩. ARLP এবং সাপ্তাহিক রুটিনের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪. সাপ্তাহিক রুটিনে সকল শ্রেণির পিরিয়ড বাড়ানো প্রয়োজন।

৫. উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক হোমভিজিটের উপর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

৬. দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য শিক্ষক কর্তৃক রিমেডিয়াল ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. সকল শ্রেণির বাংলা ও গণিত বিষয়ে পিরিয়ড বাড়ানো প্রয়োজন।

৮. মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন সরবরাহ করা

৯. বিদ্যালয়ের ওয়াস ব্লকে পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপুঞ্জ

প্রথম আলো, ২৩ জুলাই, ঢাকা

ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো (২০২১) কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও মোকাবিলা কার্যক্রম বিষয়ক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' এশিয়ায় শিক্ষা খাত, ইউনিসেফের সহায়তায় ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (সিএএমপিই) (সিটএন রিপোর্ট) **ঢাকা, ১৯ অক্টোবর ২০২১.**

নেপ এবং রুম টু রিড (২০২১) করোনা মহামারীতে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি পূরণ: বাংলা বিষয়ের শিখনফল পর্যালোচনা এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ, গবেষণা প্রতিবেদন, ঢাকা।

Li, Z., Sharma, U., & Matin , M. (2021, November). *Impact of COVID-19 on Primary School Students in Disadvantaged Areas of Bangladesh.* Retrieved from www.adb.org: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/752796/adb-brief-200-impact-covid-19-primary-school-students-bangladesh.pdf

UNICEF. (2021, October 19). *The future of 37 million children in Bangladesh is at risk with their education severely affected by the COVID-19 pandemic.* Retrieved from www.unicef.org: https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-children-bangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid

UNICEF. (2022, January 24). *COVID-19: Scale of education loss 'nearly insurmountable', warns UNICEF.* Retrieved from www.unicef.org: https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/covid-19-scale-education-loss-nearly-insurmountable-warns-unicef

ইউনিসেফ . (২০২১, আগস্ট ২০). *কোভিড-১৯: বহুল জানতে চাওয়া বিষয়সমূহ.* Retrieved from www.unicef.org: https://www.unicef.org/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7

এনসিটিবি. (২০২১, সেপ্টেম্বর). *কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা (Accelerated Remedial Learning Plan) ২০২১ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা*. Retrieved from https://nctb.portal.gov.bd: https://nctb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/nctb.portal.gov.bd/page/b870297f_03a7_4ae3_8973_0dedb2722136/2021-09-14-06-02-de9a38a59aa108704ff72595d87cb626.pdf

Basu, P. (2020), What is coronavirus? EiSamoy.com, 4 March, 2020.

Bryant, D. J., Oo, M., and Damian, A. (2020). The rise of adverse childhood experiences during the COVID-19 pandemic. **Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy**, 12(S1), 93-94. https://doi.apa.org/fulltext/2020-43450-001.html

Short, J and Hirsh, S. (2020), The Elements: Transforming Teaching through Curriculum-Based Professional Learning, **Carnegie Corporation of New York**, New York, November 19, 2020

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

প্রশ্নমালা (প্রধান/সহকারী শিক্ষকের জন্য)

শিক্ষকের নাম: মহিলা/পুরুষ

পদবী : প্রধান/সহকারী শিক্ষক

মোবাইল নম্বর:

বিদ্যালয়ের নাম: বিদ্যালয়ের গ্রেড:

বিভাগ: জেলা: উপজেলা:

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা: ..... বছর

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা:

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ: সি-ইন-এড/ডিপিএড

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ:

১. আপনি কি "শিখন ঘাটতি পূরণ বিষয়ক শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP)" পেয়েছেন? হ্যাঁ/ না

১.১ যদি পেয়ে থাকেন, কোন উৎস/মাধ্যম থেকে পেয়েছেন?

এটিইও/এইউইও/প্রধান শিক্ষক/ওয়েবসাইট/সহকর্মী/অন্যান্য.....

১.২ পেয়ে থাকলে কত তারিখ পেয়েছেন?

২. ARLP বিষয়ে কোনো ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন কি? হ্যাঁ/ না

২.১ হ্যাঁ হলে, কে/কারা ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেছেন? এটিইও/এইউইও/ইউআরসি/অন্যান্য---

২.২ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যম কী ছিল? অনলাইন/মুখোমুখি

৩. ওরিয়েন্টেশনে শিখন ত্বরান্বিতকরণ পাঠ পরিকল্পনা (ARLP) বুঝতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ/ না

৩.১ হ্যাঁ হলে, কী ধরনের সমস্যা হয়েছে বলুন .....

৪. "ARLP" বিষয়ে আপনার ধারণা (Concept) উল্লেখ করুন?

৫. "ARLP" শ্রেণিকক্ষে কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা কি আপনি জানেন? হ্যাঁ/ না

৫.১ ARLP শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করতে হলে কী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

....., ..., ..., ..., ..., ... ।

৬.১ আপনার নিকট শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা আছে কি? হ্যাঁ/ না

৬.২ শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন কি? হ্যাঁ / না

৬.৩ আজকের পাঠ উপস্থাপনার সময় শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করেছেন কি? হ্যাঁ/ না

৬.৪ ARLP অনুযায়ী প্রতিদিনের পাঠের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির কোনো পাঠের সাথে সংযোগ করেন কি না?

৬.৫ পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/টিজি ব্যবহার করেন কি?

৬.৬ শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করেন কি না?

৭. ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করেন কি? হ্যাঁ/ না

৭.১ না হলে, কেন? .....

৮. ARLP অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করতে কোনো সমস্যা হয় কি? হ্যাঁ/ না

৮.১ হ্যাঁ হলে, সমস্যা/সমস্যাসমূহ লিখুন.....

৯. আপনি কি র‍্যাপিড এসেসমেন্ট টেস্ট (দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা) নিয়েছেন? হ্যাঁ/ না

৯.১ হ্যাঁ হলে, কীভাবে? মৌখিক/লিখিত

১০. শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দেন কি না? হ্যাঁ/না

১১. ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন কি না?

১১.১ শিখন-শেখানো কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে, কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন?

১২. ARLP বাস্তবায়নে আপনার সুপারিশসমূহ:

তথ্যসংগ্রহকারীর স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

পরিশিষ্ট-২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

পর্যবেক্ষণ ছক (বিদ্যালয়)

পর্যবেক্ষকের নাম :

তারিখ :

বিদ্যালয়ের নাম : বিদ্যালয়ের গ্রেড:

শিফট সংখ্যা: ১/২

বিভাগ: **জেলা:** **উপজেলা:**

স্কুলের অবস্থানঃ (ক) ইউনিয়ন (গ্রাম)/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন (শহর)

(খ) সমতল/হাওর/চরাঞ্চল/উপকূল/পাহাড়

বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

শ্রেণি	শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা			পর্যবেক্ষণের দিন শ্রেণিভিত্তিক উপস্থিতির সংখ্যা			**বিদ্যালয় খোলার পর হতে অদ্যবধি যে সকল** শিক্ষার্থী একদিনও **বিদ্যালয়ে আসেনি** শ্রেণিভিত্তিক সংখ্যা			মন্তব্য
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	
১ম										
২য়										
৩য়										
৪র্থ										
৫ম										
মোট=										

স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি:

ক্রমিক নং	**বিষয়**	টিক চিহ্ন দিন		**মন্তব্য**
১	হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ	না	
২	প্রত্যেক শিশুর হাত ধোয়া নিশ্চিত করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না	
৩	হ্যান্ড সেনিটাইজার এর ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ	না	
৪	শিশুদের হাত সেনিটাইজড করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না	
৫	তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র আছে কি?	হ্যাঁ	না	
৬	তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে কি?	হ্যাঁ	না	
৭	বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক আছে কি?	হ্যাঁ	না	
৮	ওয়াশ ব্লক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না	
৯	ওয়াশ ব্লকে পানি, দরজা ইত্যাদি আছে কি?	হ্যাঁ	না	
১০	বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কি?	হ্যাঁ	না	
১১	শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কি?	হ্যাঁ	না	
১২	স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না	
১৩	শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে মাস্ক পরেছে কি?	হ্যাঁ	না	
১৪	শিক্ষকরা যথাযথভাবে মাস্ক পরেছেন কি?	হ্যাঁ	না	

বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি:

ক্রমিক নং	বিষয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কপি দেখতে হবে)	টিক চিহ্ন দিন		মন্তব্য
১	বিদ্যালয়ে প্রিন্টেট ARLP আছে কি?	হ্যাঁ	না	
২	ARLP বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না	
৩	ডিপিই কর্তৃক প্রেরিত ক্লাসরুটিন শিক্ষকের সংগ্রহে আছে কি?	হ্যাঁ	না	
৪	ডিপিই প্রদত্ত ক্লাসরুটিন শিক্ষকগণ অনুসরণ করছেন কি?	হ্যাঁ	না	

(খ) পর্যবেক্ষণ ছক (শ্রেণি কার্যক্রম)

শ্রেণি: **এই শ্রেণির শাখা আছে কি না:** হ্যাঁ / না

বিষয়: **পাঠের শিরোনাম:**

উপস্থিত শিক্ষার্থীর **সংখ্যা: বালক:** **বালিকা:**

পাঠ শুরুর সময়: **পাঠ শেষ হওয়ার সময়:**

ক্রমিক নং	বিষয়	টিক চিহ্ন দিন		মন্তব্য
১	শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সাপোর্ট দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না	
২	ARLP অনুসরণ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কি? (ARLP এর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে)	হ্যাঁ	না	
৩	ARLP অনুযায়ী আজকের পাঠের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির কোনো পাঠের সংযোগ আছে কি?	হ্যাঁ	না	
৪	শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি শ্রেণির সংযোগপূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করছেন কি?	হ্যাঁ	না	
৫	পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক/ টিজি এনেছেন কি?	হ্যাঁ	না	
৬	শিক্ষক পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করছেন কি?	হ্যাঁ	না	
৭	পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে টিজি নির্দেশিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করেছেন কি? (TG এর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে)।	হ্যাঁ	না	
৮	টিজি অনুসারে শিক্ষক আজকের পাঠের সবগুলো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন কি? (TG এর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে)	হ্যাঁ	না	
৯	শিক্ষার্থীদের শিখন প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন কি?	হ্যাঁ	না	
১০	শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শেষ করতে পেরেছেন কি?	হ্যাঁ	না	
১১	ARLP বাস্তবায়নে শ্রেণি পাঠদানকালে দূর্বল শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থা ছিল কি না?	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা আছে	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নাই	
১২	শিক্ষক আজকের পাঠে কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	লিখতে দিয়ে/পড়তে দিয়ে/প্রশ্ন করে/বলতে দিয়ে/ অন্যান্য		
১৩	শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক দিয়েছেন? উল্লেখ করুন। (একাধিক উত্তর হতে পারে)	মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে লিখে/দিয়ে/সহপাঠীর মাধ্যমে / অন্যান্য.....		
১৪	আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিসাড়া (রেসপন্স) কেমন ছিল?	খুব ভালো/ভালো/মোটামুটি/ভাল নয়/মোটেই ভাল নয়		
১৫	শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বাড়ির কাজ সংগ্রহ করেছেন কি?	হাঁ	না	

	শিক্ষক গত পাঠের বাড়ির কাজ ফিডব্যাকসহ শিক্ষার্থীর নিকট ফেরত দিয়েছেন কি?	হাঁ	না	

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

পরিশিষ্ট-৩

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

সাক্ষাৎকারপত্র (শিক্ষার্থীদের জন্য)

বিদ্যালয়ের নাম :

বিদ্যালয়ের ঠিকানা : বিভাগ: জেলা: উপজেলা:

স্কুলের অবস্থানঃ (ক) ইউনিয়ন (গ্রাম)/পৌরসভা (শহর)/সিটি কর্পোরেশন (শহর)

(খ) সমতল/হাওর/চরাঞ্চল/উপকূল/পাহাড়

শিক্ষার্থীর নাম : বালক/বালিকা

শ্রেণি : শাখা:

পেশা: পিতার পেশা- মাতার পেশা- অভিভাবকের পেশা (মাতা/পিতা না থাকলে):

১। অনেক দিন পর বিদ্যালয়ে আসতে পেরে কেমন লাগছে?

খুব ভাল/ভাল/মোটামুটি/ভাল লাগছে না/একদম ভাল লাগছে না

২। এমন অনুভূতির কারণ কী?

২.১ শিক্ষকগণ তোমাদের কোনো মানসিক সমর্থন দেয় কি না?

৩। তোমার প্রতিদিন কয়টি ক্লাস হয়? ১টি/২টি/৩টি/৪টি

৪। প্রতিদিন কয়টি ক্লাস হলে ভাল হয়? ১টি/২টি/৩টি/৪টি/৫টি/৬টি

৫| তুমি কি মনে কর প্রতি ক্লাসে যতটুকু পড়ানো হয় তা তোমার কাছে বেশি মনে হয়? হ্যাঁ/না

৬| তুমি কি মনে কর ক্লাসের বাইরে/বাড়ীতে পড়া শিখতে কারও সহায়তা প্রয়োজন?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে কেন প্রয়োজন?

৭| বিদ্যালয় যখন কোভিড এর কারণে বন্ধ ছিল তখন তুমি পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পেরেছ কি না?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে (একাধিক উত্তর হতে পারে)?

(ক) টিভি দেখে (খ) রেডিও শুনে (গ) মোবাইলের মাধ্যমে (ঘ) পিতা-মাতার সহায়তায়

(ঙ) বিদ্যালয়ের দেয়া বাড়ীর কাজ (ডড়ৎশ ংযববঃ) করে (চ) শিক্ষকের সহায়তায় (ছ) অন-লাইন ক্লাস

(জ) প্রাইভেট (জ) অন্যান্য-

৮| বর্তমানে তুমি কি পরিবারের কাছ থেকে পড়া-লেখা বিষয়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

উত্তর হাঁ হলে, কার কাছ থেকে তুমি পড়া-লেখা বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছ?

পিতা/মাতা/ভাই-বোন/অন্যান্য-

৯। তুমি কি ক্লাসের পড়ালেখা বুঝতে পার?
(ক) হ্যাঁ (খ) না

উত্তর না হলে কেন?

১০| তোমার শ্রেণি শিক্ষক কি বাড়ীর কাজ প্রদান করেন?
(ক) হ্যাঁ (খ) না

১১| বাড়ীর কাজ করতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়?
(ক) হ্যাঁ (খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে কী সমস্যা হয় উল্লেখ কর-

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল